e-mail: rajdhanirkhobor@gmail.com

রাজধানীর খবর

মঙ্গলবার ১২ নভেম্বর ২০১৯
২৭ কার্তিক ১৪২৬

যুগান্তর

‘বাবু বাংলাদেশ’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

সাংস্কৃতিক রিপোর্টার

বাংলাদেশের এক লেখকের বই সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার ‘শক্তি ভাট ফার্স্ট বুক প্রাইজ ২০১৯’-এর মনোনয়নও পেয়েছে। অথচ তা দেখার জন্য লেখক বেঁচে নেই। অকাল প্রয়াত এ লেখকের বই যখন সবার প্রশংসা কুড়াচ্ছে তখন তার ঘনিষ্ঠরা পুড়ছেন শোকে। একজন সম্ভাবনাময় লেখকের অকাল প্রয়াণের দুঃখ ভুলতে পারছেন না। ‘বাবু বাংলাদেশ’ বইটি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হারপার কলিন্স।

বাংলাদেশি লেখক, সাহিত্যের ছাত্র ও গবেষক ড. নুমাইর আতিফ চৌধুরীর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘বাবু বাংলাদেশ’ প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। তবে দুঃখজনক, বইটি প্রকাশের আগেই ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে জাপানের কিয়োটো নদীতে ডুবে অকালে প্রাণ হারান সম্ভাবনাময়ী এ লেখক। ইংরেজি ভাষায় রচিত বইটি লেখকের দীর্ঘ ১৫ বছর সাধনার ফসল। কিন্তু বইটির ফাইনাল ড্রাফট শেষ করতে না করতেই জাপানে একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যান এ লেখক। বিশাল ক্যানভাসে লেখা বইটি বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছে প্রকাশের পর থেকেই।

সোমবার প্রয়াত নুমাইর আতিফ চৌধুরী রচিত উপন্যাস ‘বাবু বাংলাদেশ’ এর মোড়ক উন্মোচন ও বইটি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কনফারেন্স হলে এ মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এতে অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর, লেখক ও অনুবাদক অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম ও লেখক অধ্যাপক ড. রাজিয়া সুলতানা খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়ালের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও নুমাইর আতিফ চৌধুরীর মা লুবনা চৌধুরী।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আজকের এ অনুষ্ঠানটি শুধু বইটির প্রকশনা অনুষ্ঠান নয় বরং শোকের অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের এমন একজন সাহিত্যিক যিনি নিজেকে বিশ্ব আঙিনার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন তিনি অকালেই হারিয়ে গেলেন। তার প্রথম গ্রন্থটিই যেভাবে বিশ্ব পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তিনি বেঁচে থাকলে আরও ভালো লেখা আমরা পেতে পারতাম।